বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩

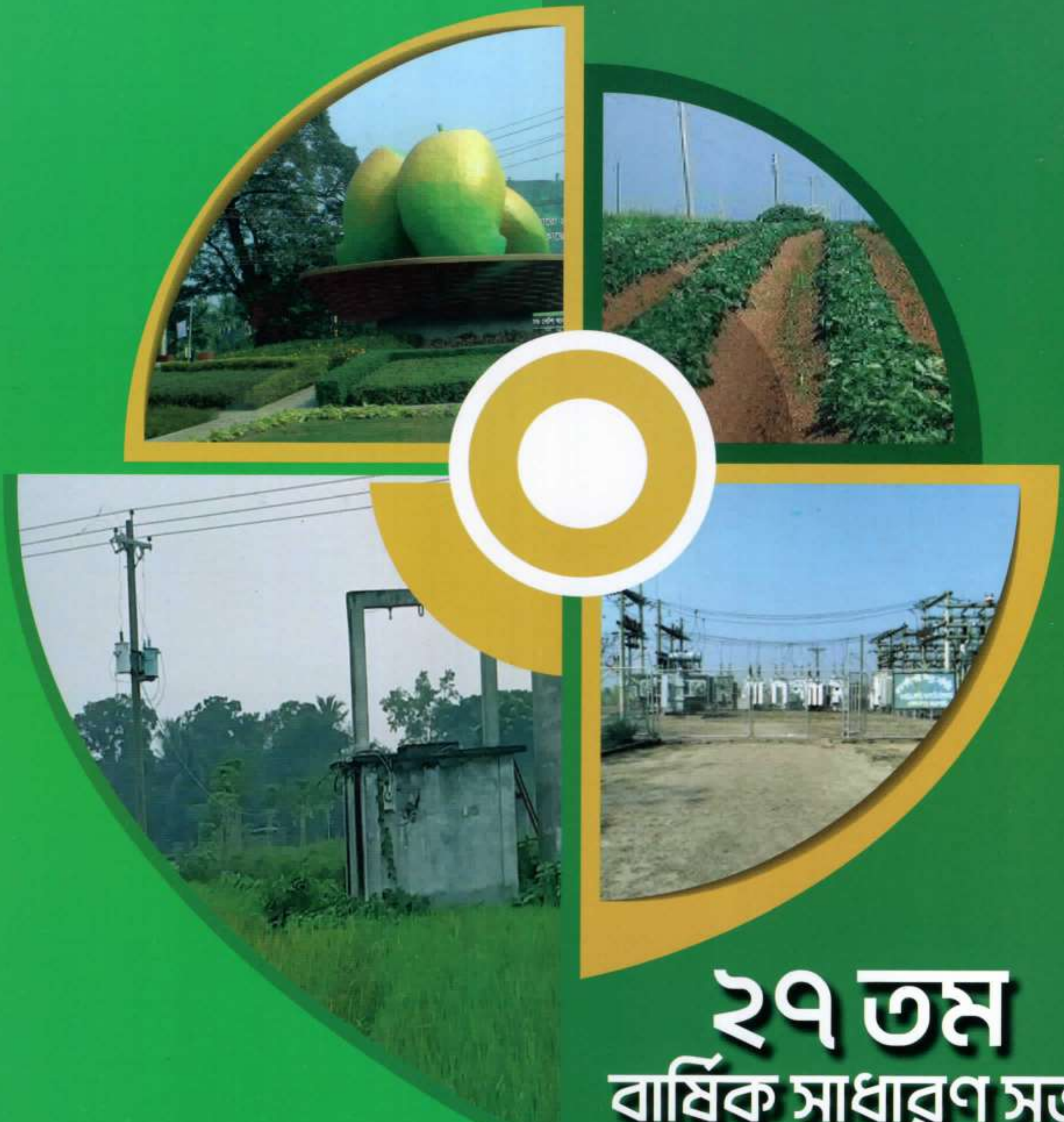

২৭ তম
বার্ষিক সাধারণ সভা

রাজশাহী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি
নওহাটা, রাজশাহী।

রাজশাহী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

এক নজরে রাজশাহী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

ডিসেম্বর-২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত

শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

০১.	প্রকল্পের নাম	এলাকা ভিত্তিক পল্লী বিদ্যুতায়ন প্রকল্প পর্ব (৪গ)
০২.	প্রাক্কলিত ব্যয় ও দাতা সংস্থা	৭৭ কোটি টাকা (ও ই সি এফ-জাপান)
০৩.	আয়তন	১,৩৮৬ বর্গ কিলোমিটার
০৪.	অন্তর্ভূক্ত উপজেলা	০৫ টি (পবা, মোহনপুর, তানোর, গোদাগাড়ী ও দূর্গাপুর)
০৫.	মোট ইউনিয়নের সংখ্যা	৩৮ টি
০৬.	মোট গ্রামের সংখ্যা	৯১৪ টি
০৭.	মোট বিদ্যুতায়িত গ্রামের সংখ্যা	৯১৪ টি
০৮.	এলাকার সংখ্যা	০৭ টি
০৯.	এলাকা পরিচালক	০৪ জন
১০.	মহিলা পরিচালক	০৩ জন
১১.	মনোনীত পরিচালক	০৩ জন
১২.	রেজিস্ট্রেশনের তারিখ	১৫-০৪-১৯৯৫ খ্রি:
১৩.	বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রথম বিদ্যুতায়নের তারিখ	২৮-০১-১৯৯৬ খ্রি:
১৪.	উপকেন্দ্র	১৩ টি (পবা-১-২০, তানোর-২০, দূর্গাপুর-১-১৫, কালিগঞ্জ-১০, আই-হাই-২০, মোহনপুর-২০, দূর্গাপুর-২-২০, মুণ্ডুমালা-১০, গুলাই-১০, বসন্তপুর-১০, কাকনহাট-১০ ও কলমা (অস্থায়ী)-৫,পবা-২-১০) মোট ১৮০ এমভিএ।
১৫.	কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা	৪৫২ জন
১৬.	জোনাল অফিসের সংখ্যা	০৪ টি (দূর্গাপুর ,কাকনহাট, তানোর ও মোহনপুর)
১৭.	অভিযোগ কেন্দ্রের সংখ্যা	১৪ টি (গোদাগাড়ী, কলমা, ধোপাঘাটা, পালপুর, আইহাই, কালিগঞ্জ, আলিপুর, খড়খড়ি, মুন্ডুমালা, কানপাড়া, কেশরহাট, দারুশা, জৈটাবটতলা ও কামারগাঁও)
১৮.	নির্মিত লাইনের পরিমাণ	৫,০৬২.৭০২ কিঃ মিঃ
১৯.	বিদ্যুতায়িত লাইনের পরিমাণ	৫,০৪৭.৮৯৭ কিঃ মিঃ
২০.	মোট সংযোগ সুবিধা সৃষ্টি	২,৮৫,২৫২ টি
২১.	সংযোগ প্রাপ্ত গ্রাহকের সংখ্যা	২,৮৫,২৫২ টি
	(ক) আবাসিক	২,৫৮,০০০ টি
	(খ) বাণিজ্যিক	১৬,০৩২ টি
	(গ) গভীর নলকূপ	২,০১৫ টি
	(ঘ) অগভীর নলকূপ	৭৫৯ টি
	(ঙ) সোলার (অগভীর)	০৩ টি
	(চ) এল.এল.পি.	৩৭ টি
	(ছ) জি.পি. (ক্ষুদ্র শিল্প)	৩,২৪৮ টি
	(জ) এল.পি. (বৃহৎ শিল্প)	৬১ টি
	(ঝ) দাতব্য প্রতিষ্ঠান	৪,৪০৫ টি
	(ঞ) রাস্তার বাতি	২০৮ টি
	(ট) ব্যাটারী চার্জিং স্টেশন	৩৮ টি
	(ঠ) অন্যান্য	৪৪৬ টি
২২.	বকেয়া মাসের পরিমাণ	০.৯৬ মাস (ডিসেম্বর-২৩ পর্যন্ত)(২০২৩-২৪ অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা ১.০০)
২৩.	সিস্টেম লস	৭.৪৪ % (ডিসেম্বর-২৩ পর্যন্ত)(২০২৩-২৪ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ৮.৮০%)
২৪.	লাইনে স্থাপিত ট্রান্সফরমার সংখ্যা	১৪,৭৭২ টি
২৫.	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে সংযোগ সংখ্যা	৪,৯৩০ টি
২৬.	শতভাগ বিদ্যুতায়িত উপজেলা	০৫ টি (দূর্গাপুর, মোহনপুর, পবা, তানোর ও গোদাগাড়ী)।

সেচ পাম্প চালাবো রাতভর, ফসল ফলাবো ভরবো ঘর।

চেয়ারম্যান এর বাণী

০১॥ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি মহাবিজয়ের মহানায়ক স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে রচিত মহান সংবিধানের ১৬ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে "নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করিবার উদ্দেশ্যে কৃষি বিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকরণের ব্যবস্থা, কুটির শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তর সাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন"। বঙ্গবন্ধু পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের গুরুত্ব আরোপ করে বলেছিলেন, "বিদ্যুৎ ছাড়া কাজ হয় না, কিন্তু দেশের জনসংখ্যার শতকরা ১৫ ভাগ লোক যে শহরের অধিবাসী সেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা থাকিলেও শতকরা ৮৫ জনের বাসস্থান গ্রামে বিদ্যুৎ নাই। গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে হইবে। ইহার ফলে গ্রাম বাংলার সর্বক্ষেত্রে উন্নতি হইবে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ চালু করিতে পারিলে কয়েক বছরের মধ্যে আর বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানি করিতে হইবে না" (সূত্র: দৈনিক ইত্তেফাক ১১ জুলাই, ১৯৭৫)। জাতির পিতার সুদূরপ্রসারী এ চিন্তা ভাবনার ধারাবাহিকতায় পল্লীর জনগণের দোরগোড়ায় বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) প্রতিষ্ঠা করা হয়।

০২॥ বর্তমানে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতায় ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস) সমগ্র বাংলাদেশে গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যুতায়নের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। ইতোমধ্যে দেশের পল্লী অঞ্চলের শতভাগ এলাকা বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে। ডিসেম্বর'২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির আওতাধীন গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি ৫৮ লক্ষ, মোট বিদ্যুতায়িত লাইনের পরিমাণ ৫ লক্ষ ৩৭ হাজার ৭৯ কি.মি., মোট নির্মিত উপকেন্দ্রের সংখ্যা ১,৩০৩ টি, যার মোট ক্ষমতা প্রায় ১৭,৫৫৫ এমভিএ, সিস্টেম লস ৭.০৮% (প্রভিশনাল), ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের নভেম্বর'২০২৩ পর্যন্ত মাসিক গড় বিদ্যুৎ বিক্রয়ের পরিমাণ প্রায় ৩২১৯.৫২ কোটি টাকা এবং পবিস সমূহের সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ চাহিদা ছিল গত ০৬/০৬/২০২৩ খ্রি. তারিখে ৯,৮০১ মেগাওয়াট। জাতীয় চাহিদার প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ বিদ্যুৎ বাপবিবো এর মাধ্যমে ব্যবহৃত হয়।

০৩॥ "শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ" এই মহতী স্বপ্ন ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ "আলোর ফেরিওয়ালা" হয়ে ঘরে ঘরে গিয়ে বিদ্যুৎ সেবা প্রদান করছেন। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাপবিবো কর্তৃক "উঠান বৈঠক" কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এছাড়া সকল ধরণের সংযোগের ক্ষেত্রে বিনামূল্যে ৮০ কিলোওয়াট পর্যন্ত ট্রান্সফরমার সরবরাহের কারণে বহুমুখী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছানোর কারণে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার "আমার গ্রাম আমার শহর" বাস্তবায়নের কাজ ত্বরান্বিত ও সহজতর হয়েছে।

০৪॥ আমি অবহিত হয়েছি যে, রাজশাহী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি বিগত ২৮/০১/১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ বিতরণ শুরু করেছে। এ সমিতি কর্তৃক ডিসেম্বর'২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত ৫০৬২.৭০২ কি.মি. লাইন নির্মাণ করে মোট ২,৮৫,২৫২ জন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। বিগত বছর সমূহের খুচরা বিক্রয় মূল্যের তুলনায় পাইকারী বিক্রয় মূল্যের হার বেশি হওয়ায় এবং পল্লী এলাকার বিশাল অংশ জুড়ে বিতরণ নেটওয়ার্ক পরিচালনা করার কারণে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির পরিচালনায় আর্থিক ঘাটতি দেখা দিয়েছে। বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন করে, সিস্টেম লস কমিয়ে ও বিদ্যুতের চুরি/অপচয় রোধ করে পরিচালন ব্যয়ের ঘাটতি মোকাবেলার জন্য বাপবিবো/পবিসের কর্মকর্তা/কর্মচারী/বোর্ড পরিচালক/গ্রাহক সদস্যবৃন্দকেও সম্মিলিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

০৫॥ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদেরকে একটি স্বাধীন দেশ ও লাল সবুজের পতাকা এনে দিয়েছেন এবং সুখী সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলা গড়নের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। আর তারই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা সারাদেশকে বিদ্যুতায়নের আওতায় নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের উদ্দেশ্যে ভিশন-২০৪১ ঘোষণা দিয়েছেন। যেখানে থাকবে শতভাগ ডিজিটাল অর্থনীতি, পেপারলেস ও ক্যাশলেস সোসাইটি এবং স্বয়ংক্রিয় যোগাযোগ ব্যবস্থা। এ সকল মাইলস্টোন বাস্তবায়নে আমাদের নিরবচ্ছিন্ন, মানসম্মত বিদ্যুৎ এবং উন্নত গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করতে হবে। রাজশাহী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ২৭তম বার্ষিক সাধারণ সভায় বুদ্ধিদীপ্ত, দক্ষ, উদ্ভাবনী, সৃজনশীল, প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক চেতনায় জাগ্রত দেশপ্রেমিক স্মার্ট নাগরিক হিসেবে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সকলকে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি। একই সাথে আমি রাজশাহী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সর্বাঙ্গীন সাফল্য ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

জয় বাংলা।

অজয় কুমার চক্রবর্তী
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড।

সভাপতির প্রতিবেদন

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম,
রাজশাহী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর ২৭ তম বার্ষিক সাধারণ সভার এই শুভ দিনে আগত সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ, সমিতি বোর্ডের পরিচালকমণ্ডলী, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, সাংবাদিক, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ এবং আগত সুধীবৃন্দকে শীতের এই সকালে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সালাম জানিয়ে প্রতিবেদন উপস্থাপন করছি।

রাজশাহী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি বিগত ১৯৯৫ সাল হতে যাত্রা শুরু করে ডিসেম্বর' ২৩ ইং পর্যন্ত রাজশাহী জেলার ৫টি উপজেলায় মোট ৫,০৪৭.৮৯৭ কিঃ মিঃ বিদ্যুতায়িত লাইনের আওতায় বিভিন্ন শ্রেণীর মোট ২,৮৫,২৫২ জন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের মাধ্যমে গ্রাম বাংলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখছে। উল্লেখ্য, মোট ২,৮১১ জন সেচ গ্রাহক সংযোগ গ্রহণের মাধ্যমে অত্র অঞ্চলে খাদ্য উৎপাদনে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে আসছে।

সুধী মন্ডলী,
আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, সমিতির নিজস্ব কোন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নাই। জাতীয় গ্রীড হতে বিদ্যুৎ নগদ মূল্যে ক্রয় করে গ্রাহকের নিকট বিক্রয় করা হয়। সমিতির একমাত্র আয়ের উৎস বিদ্যুৎ বিক্রির অর্থ যা দ্বারা ক্রয়কৃত বিদ্যুতের মূল্য, বাপবিবোর্ড এর ঋণের কিস্তি পরিশোধসহ সমিতির সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। কাজেই সকল সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দকে সময়মতো বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি। বিদ্যুৎ বিল বকেয়া রাখার জন্য বাধ্য হয়েই লাইন বিচ্ছিন্নসহ সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করতে হয়, ফলে গ্রাহকদের সাথে সমিতি ব্যবস্থাপনার মধ্যে অহেতুক ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয় এবং শ্রমঘন্টা ও অর্থের অপচয় হয়।

সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ,
বিদ্যুতের মোট উৎপাদন চাহিদার তুলনায় কম থাকলে ঘাটতির সম-পরিমাণ বিদ্যুৎ লোড শেডিং করতে হয়। পিক-আওয়ারে অর্থাৎ বিকাল ৫ টা হতে রাত ১১ টা পর্যন্ত বিদ্যুৎ ব্যবহার বেশী হওয়ায় লোড শেডিং এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। লোড শেডিং অনেক হ্রাস পেয়েছে। এ অবস্থা অব্যাহত রাখতে সিএফএল,এলইডি বাল্ব, টিউব লাইটে ইলেকট্রোনিক ব্যালাস্ট ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী যন্ত্র-পাতি ব্যবহার এবং সন্ধ্যার সময় ইস্ত্রী,ওয়েল্ডিং মেশিন, সেচ, শিল্প সংযোগ সমূহ বন্ধ রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

উপস্থিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ,
আর একটি বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। কিছু কিছু গ্রাহক সদস্য অনুমোদন ছাড়াই অধিক লোড ব্যবহার করছেন। যার জন্য অনেক সময় স্থাপিত ট্রান্সফরমার ওভার লোড হওয়ার কারণে ট্রান্সফরমার বিনষ্ট হওয়ার মত ঘটনা ঘটছে। ফলে বিনষ্ট ট্রান্সফরমারের আওতায় সংযোগকৃত গ্রাহক সদস্যগণ একদিকে যেমন দীর্ঘ সময় বিদ্যুৎ সেবা থেকে বঞ্চিত থাকছে, অন্য দিকে সমিতি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। তাই অনুমোদন ছাড়া অতিরিক্ত লোড ব্যবহার থেকে বিরত থাকা সহ মিটার টেম্পারিং ও অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহার রোধে আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করছি।

সমিতির সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, স্থানীয় প্রশাসন ও সর্বোপরি সকল গ্রাহক সদস্যগণকে সমিতি বোর্ডের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

পরিশেষে, শীতের কনকনে আবহাওয়ার মধ্যে বহু দূর দূরান্ত থেকে কষ্ট স্বীকার করে আজকের এই ২৭ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত হয়ে সভাকে সাফল্য মণ্ডিত করায় সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শেষ করছি। খোদা হাফেজ।

মোঃ আখতারুজ্জামান
সভাপতি, সমিতি বোর্ড
রাজশাহী পবিস।

কোষাধ্যক্ষের প্রতিবেদন

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সম্মানিত সভাপতি, সমিতি বোর্ড পরিচালক মন্ডলী, দূর-দূরান্ত থেকে আগত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ, রাজশাহী পবিসের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ ও উপস্থিত সম্মানিত সুধীবৃন্দ, আস্‌সালামু আলাইকুম। রাজশাহী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর ২৭ তম বার্ষিক সাধারণ সভার এই সুন্দর দিনে আপনাদের জানাই আমার আন্তরিক মোবারকবাদ। আমি আপনাদের সামনে রাজশাহী পবিসের ২০২২-২০২৩ অর্থ বৎসরের আর্থিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করছি।

আয়-ব্যয়ের বিবরণী

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকা
০১	বিদ্যুৎ বিক্রয়	২,৫৯,৬১,০৮,১৬৭
০২	অন্যান্য পরিচালন আয়	৬,৪৬,৫৮,৭৬৫
০৩	মোট পরিচালন আয়	২,৬৬,০৭,৬৬,৯৩২
০৪	বিদ্যুৎ ক্রয়	২,২১,৩১,৪৭,৫৬২
০৫	বিতরণ ব্যয় (পরিচালন ও রক্ষনাক্ষেন)	১৪,৭৪,৭৫,১৯১
০৬	গ্রাহকের নিকট বিক্রয় খাতে ব্যয়	১৩,১৯,৮২,৮৫০
০৭	প্রশাসনিক ও সাধারন ব্যয়	১২,৩৮,৮০,১৬০
০৮	মোট পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	২,৬১,৬৪,৮৫,৭৬৩
০৯	অবচয় ও অবলোপন ব্যয়	২৩,৭১,১৮,৭৩৪
১০	কর খাতে ব্যয়	৫১,৭৭,৯২৫
১১	দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের সুদ	১৩,৫৯,৬৪,৭৩০
১২	বিদ্যুৎ সরবরাহে মোট ব্যয় (৮ হতে ১১ পর্যন্ত)	২,৯৯,৪৭,৪৭,১৫২
১৩	পরিচালন/উদ্বৃত্ত ঘাটতি (৩ বিয়োগ ১২)	(৩৩,৩৯,৮০,২২০)
১৪	সরকারী ভর্তুকি	০০
১৫	অপরিচালন আয় (ব্যাংক সুদ)	৪,০৪,২৬,৫৫৮
১৬	অপরিচালন আয় (অন্যান্য)	১৮,২৫,৭২২
১৭	নীট উদ্বৃত্ত/ ঘাটতি (১৩ বিয়োগ ১৬)	(২৯,১৭,২৭,৯৪০)

উদ্বৃত্তপত্র (ব্যালেন্স শিট)

ক্রঃনংঃ	সম্পত্তি ও অন্যান্য পাওনা	টাকা
০১	ব্যবহার যোগ্য সম্পত্তি	৫,২১,৯৩,১০,৬২৮
০২	ক্রমপুঞ্জিত অবচয় সঞ্চিতি	২,০৪,৯১,১৯,৫৬৫
০৩	নীট ব্যবহারযোগ্য সম্পত্তি (১ বিয়োগ ২)	৩,১৭,০১,৯১,০৬৩
০৪	নির্মাণাধীন সম্পত্তি	৬৮,১৯,৭০৯
০৫	মোট ব্যবহারযোগ্য সম্পত্তি (৩+৪)	৩,১৭,৭০,১০,৭৭২
০৬	ডোনেশন রিজার্ভ ফান্ড	১,০০,১৩,১৮৪
০৭	রিপ্লেসমেন্ট রিজার্ভ ফান্ড	১৩,৮২,৮২,৬৭০
০৮	অন্যান্য বিশেষ তহবিল	১,১৯,৬৩,২২,৬২৩
০৯	মোট বিনিয়োগ (৬ হতে ৮ পর্যন্ত)	১,৩৪,৪৬,১৮,৪৭৭
১০	নগদ সাধারণ তহবিল	৭,২৬,২৩,২২৭
১১	নগদ খুচরা তহবিল	১,৮০,০০০
১২	হিসাব খাতে প্রাপ্য বিদ্যুৎ বিল	২২,৪৩,৬২,৬৯৫
১৩	অনাদায়ী বিদ্যুৎ বিল বাবদ সঞ্চিতি ক্রেডিট	(৯,৭৪,৮৩,৮১৭)
১৪	অন্যান্য হিসাব খাতে প্রাপ্য	১৭,৮৭,৫১,৪৪৫
১৫	মালামাল ও সরবরাহ (বৈদ্যুতিক)	১১,৫৪,৭৪,৫৯৪
১৬	মালামাল ও সরবরাহ (মার্চেন্ডাইজ)	৪৬,৩৮৩
১৭	অগ্রিম পরিশোধ	০
১৮	অন্যান চলতি ও প্রাপ্য সম্পত্তি	৩,৪৬,৭৯,০৯৬
১৯	মোট চলতি ও প্রাপ্য সম্পত্তি (১০ হতে ১৮)	৫২,৮৬,৩৩,৬২৩
২০	সম্পত্তির অ-সাধারণ লোকসান	৪৭,৬৯,৭৭,৯৮৮
২১	অ-শ্রেণীভূক্ত ব্যয়	১,৬৩,২২৬
২২	বিবিধ বিলম্বিত পাওনা	৯,৪১,৫২৪
২৩	মোট বিলম্বিত পাওনা (২০+২১+২২)	৫,০৭,৮২,৭৩৮
২৪	মোট সম্পত্তি ও বিবিধ পাওনা (৫+৯+১৯+২৩)	৫,১০,১০,৪৫,৬১০

ক্রঃনংঃ	দায় ও অন্যান্য দেনা	টাকা
০১	সদস্য ফি ইস্যুকৃত	৬৪,৭৩,১৮৪
০২	সদস্য ফি আবেদনকৃত	৩৪,০১,১২০
০৩	পরিচালন মার্জিন - পূর্ববর্তী বছর সমূহের	(১,৫৪,৪৫,৬০,০১৮)
০৪	পরিচালন মার্জিন চলতি বছরের	(৩,৩৯,৮০,২১৯)
০৫	প্রাপ্ত সরকারি ভর্তুকি	৪,৪৩,০৯,২০৩
০৬	অপরিচালন উদ্ধৃত্ত পূর্ববর্তী বছরের	৪৫,৩৬,৩১,৪০৮
০৭	অপরিচালন উদ্ধৃত্ত চলতি বছরের	৪,২২,৫২,২৭৯
০৮	দানকৃত মুলধন ও মুলধনী লাভ	১৭,৯৪,৩৯,৮৮৫
০৯	মোট ঘাটতি ও ইকুইটি (১ হতে ৮)	(১,১৪,৯০,৩৩,১৫৮)
১০	বাপবিবোর্ড ঋণ (নগদ)	(৬,১৩,৯৯,৩২৯)
১১	বাপবিবোর্ড ঋণ (মালামাল)	৩,২১,৪৬,৪২,৪০৮
১২	বাপবিবোর্ড ঋণ (সাময়িক)	৯,৫৮,৯৬,৯৭৩
১৩	বাপবিবোর্ড ঋণ (অন্যান্য)	০
১৪	মোট দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ (১০ হতে ১৩ পর্যন্ত)	৩,২৪,৯১,৪০,০৫২
১৫	গ্রাহক জামানত	২৫,২৩,৪৪,৬৩৭
১৬	কর্মচারীদের দেয় সুবিধাদি	৮৮,২০,১০,১৫৭
১৭	মোট অন্যান্য দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ(১৫+১৬)	১,১৩,৪৩,৫৪,৭৯৪
১৮	হিসাব খাতে প্রদেয়	২৫,০৭,২৮,৬০৩
১৯	সেচ অগ্রিম	৬০,৬২,৫১৯
২০	পরিপক্ক ঋণের সুদ	০
২১	পরিপক্ক দীর্ঘমেয়াদী ঋণ	৬১,০৯,৫৮,২৯১
২২	অন্যান্য চলতি ও প্রদেয় দায়	৫,৮১,৪৬,৮৫০
২৩	মোট চলতি ও পরিশোধযোগ্য দায় (১৮ হতে ২২পর্যন্ত)	৯২,৫৮,৯৬,২৬৩
২৪	নিরাপত্তা অগ্রিম ও জামানত	১,০১,০৭,২২১
২৫	অন্যান্য বিলম্বিত দায়	৯৩,০৫,৮০,৪৩৮
২৬	মোট বিলম্বিত দায় (২৪+২৫)	৯৪,০৬,৮৭,৬৫৯
২৭	মোট দায় ও অন্যান্য দেনা (৯+১৪+১৭+২৩+২৬)	৫,১০,১০,৪৫,৬১০

পরিশেষে, আজকের এই ২৭ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত হয়ে সভাকে সার্থক করে তোলার জন্য সম্মানিত সুধী মণ্ডলী ও গ্রাহক সদস্যগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি।

মোসাঃ সুফিয়া খানম
কোষাধ্যক্ষ, সমিতি বোর্ড
রাজশাহী পবিস

জেনারেল ম্যানেজার এর প্রতিবেদন

আসসালামু আলাইকুম,
সম্মানিত সভাপতি, এলাকা পরিচালক ও মহিলা পরিচালকবৃন্দ, গ্রাহক-সদস্যবৃন্দ, সরকারী,আধা-সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ,আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, বিভিন্ন মাধ্যমের সাংবাদিকবৃন্দ, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ও সমিতির সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ এবং উপস্থিত অন্যান্য সুধীমন্ডলী। শীতের এই শিশির ভেজা সকালে দূর-দূরান্ত থেকে কষ্ট স্বীকার করে রাজশাহী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ২৭ তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করার জন্য রাজশাহী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

সম্মানিত সুধীবৃন্দ,
বাংলাদেশ এখন শতভাগ বিদ্যুতের দেশ হওয়ায় বাঙ্গালী জাতি হিসেবে আমরা অত্যন্ত গর্বিত। রাজশাহী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি ১৯৯৫ সালে যাত্রা শুরু করে রাজশাহী জেলার পবা, মোহনপুর, দূর্গাপুর,তানোর ও গোদাগাড়ী ০৫(পাঁচ) টি উপজেলায় বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিদ্যুৎ সেবা প্রদান করে আসছে । শুরু থেকে ডিসেম্বর/২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সমিতি ১৩ টি উপকেন্দ্র (১৮০ এমভিএ) ও ৫০৬২.৭০২ কিঃমিঃ বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ, করে বিভিন্ন শ্রেণীর ২,৮৫,২৫২ জন গ্রাহককে সংযোগ প্রদান করেছে। বিদ্যুৎ সেবার মাধ্যমে এলাকায় খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। অবহেলিত পল্লী এলাকায় স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নয়ন সহ তথ্য প্রযুক্তির বিকাশ সাধনে রাজশাহী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি অনন্য ভূমিকা রেখে আসছে।

সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ,
সম্প্রতি রাজশাহী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে ডিজিটালাইজেশন এর অংশ হিসেবে আইসিবিএস পদ্ধতিতে বিল প্রণয়ন ও অন-লাইনে বিল পরিশোধ কার্যক্রম চলছে। বিকাশ,রকেট,মাইক্যাশ প্রভৃতি অন-লাইনে মোবাইলের মাধ্যমে গ্রাহক বিল পরিশোধ করতে পারছেন। এছাড়াও গ্রাহকগণ অন-লাইনে নতুন সংযোগের আবেদন করতে পারছেন। অধিক হারে ৮০ কিঃ ওঃ লোডের সংযোগ প্রদানের জন্য ০২ পোল পর্যন্ত বিনামূল্যে লাইন নির্মাণ করার ফলে নতুন শিল্প গ্রাহককে সংযোগ প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। স্বল্পতম সময়ে সেচ সহ অন্যান্য সংযোগ প্রদান করা হচ্ছে। সরকার ঘোষিত নীতিমালা অনুযায়ী পবিসের কর্মকর্তাদের কার্যাবলী অন-লাইনে মনিটরিং করা হচ্ছে যা সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। তথ্য অধিকার আইন মোতাবেক যথাসময়ে সঠিক তথ্য প্রদান করা হচ্ছে। সরকারের নিরলস প্রচেষ্টায় বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। লোডশেডিং মুক্তভাবে গ্রাহক বিদ্যুৎ সরবরাহ পাচ্ছেন। সান্ধ্যকালীন সেচ পাম্প না চালিয়ে রাত ১১ টা থেকে সকাল ৭ টা পর্যন্ত সেচে বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে। এতে সান্ধ্যকালীন লোড শেডিং হ্রাস পাবে। গ্রাহকগণের সুবিধার্থে পূর্ব পরিকল্পিত কোন লাইন বন্ধ হওয়ার পূর্বে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণকে এসএমএস এর মাধ্যমে অবহিত করা হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে সম্মানিত গ্রাহকগণ তার প্রয়োজনীয় কাজ সমূহ বিদ্যুৎ বন্ধ হওয়ার পূর্বেই সম্পন্ন করার সুযোগ পাচ্ছেন এবং গ্রাহক অসন্তোষ অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ,
রাজশাহী পবিসের সিস্টেম লস সিঙ্গেল ডিজিটে রয়েছে এবং বর্তমান অর্থ-বছরে ডিসেম্বর/২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত ৭.৪৪%। অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহার ও লাইনের পাশে গাছের ডালপালার রাইট অব ওয়ে সমস্যা সিস্টেম লসের একটি বড় কারণ। গ্রাহক সদস্যগণ সচেতন হয়ে আন্তরিকতার সাথে সমিতি ব্যবস্থাপনাকে সহায়তা করার মাধ্যমে এ লস কমিয়ে সমিতিকে এগিয়ে নেয়া সম্ভব। সিস্টেম লস কাংখিত পর্যায়ে রাখতে সংশ্লিষ্ট সকলের সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করছি। ট্রান্সফরমার, তার চুরি রোধকল্পে পবিসের কর্মকর্তাদের পাশাপাশি সম্মানিত গ্রাহক ও জনগণের সজাগ থাকার জন্য অনুরোধ করছি।

সম্মানিত সুধীমণ্ডলী,
বিদ্যুৎ অত্যন্ত মূল্যবান জাতীয় সম্পদ। বিদ্যুৎ সাশ্রয়কল্পে অপচয় না করে যার যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু ব্যবহার করতে অনুরোধ জানাচ্ছি। রাজশাহী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বিভিন্ন কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা এবং সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য সম্মানিত গ্রাহক-সদস্য, সমিতি বোর্ড, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, স্থানীয় জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ সহ সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট সমিতি ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

রাজশাহী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও সকলের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে প্রতিবেদন পাঠ শেষ করছি।

মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদের সহায় হউন।

রমেন্দ্র চন্দ্র রায়
জেনারেল ম্যানেজার

আলোক চিত্রে সমিতির কার্যক্রম

বিদ্যুৎ বিভগের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, বিপিএএ মহোদয়কে ফুল দিয়ে শুভেছা জানাচ্ছেন পবিসের জেনারেল ম্যানেজার।

আলোচনা সভা
জনাব মোঃ নিজাম উদ্দিন
আয়োজনে : রাজশাহী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, রাজশাহী।

বিদ্যুৎ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জনাব মোঃ নিজাম উদ্দিন মহোদয়ের সাথে সেচ ও গ্রীষ্ম মৌসুমে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ ও লোডশেডিং দূরীকরণ বিষয়ে আলোচনা সভা।

মতবিনিময় সভা
জনাব মোঃ হাসান মারুফ

বাপবিবোর্ডের সদস্য (প্রশাসন) ও যুগ্মসচিব জনাব মোঃ হাসান মারুফ মহোদয় আমন মৌসুমে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ বিষয়ে বাপবিবো, নেসকো, পিজিসিবি, বিএমডিএ ও পবিস এর সমন্বয়ে আলোচনা সভা।

আলোক চিত্রে সমিতির কার্যক্রম

বাপবিবোর্ডের পবিস মনিটরিং ও ব্যবস্থাপনা পরিচালন (উত্তরাঞ্চল) পরিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন মহোদয়ের সাথে পবিসের কর্মকর্তা কর্মচারীদের নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, গ্রাহক সেবা সহজীকরণ বিষয়ে আলোচনা সভা।

তানোর -১ ও তানোর-২ উপকেন্দ্রের বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ পরিদর্শনে রাজশাহী জোনের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পবিসের জেনারেল ম্যানেজার ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

শ্রদ্ধাঞ্জলি
রাজশাহী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

মহান বিজয় দিবসে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি পবিসের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি।

গ্রাহক-সদস্যদের জ্ঞাতব্য বিষয়

ক) নিম্নচাপ (এলটি) ঃ ২৩০/৪০০ ভোল্ট

অনুমোদিত লোড ঃ সিঙ্গেল ফেজ ০-৭.৫ কি.ও. এবং তিন ফেজ ০-৮০ কি.ও.

	গ্রাহক শ্রেণি	এনার্জি রেট/চার্জ (টাকা/কি.ও.ঘ.)	ডিমান্ড রেট/চার্জ টাকা/কি.ও./ মাস]
১	এলটি-এঃ আবাসিক		৩৫.০০
	লাইফ লাইন ঃ ০-৫০ ইউনিট	৪.৩৫	
	প্রথম ধাপ ঃ ০-৭৫ ইউনিট	৪.৮৫	
	দ্বিতীয় ধাপ ঃ ৭৬-২০০ ইউনিট	৬.৬৩	
	তৃতীয় ধাপ ঃ ২০১-৩০০ ইউনিট	৬.৯৫	
	চতুর্থ ধাপ ঃ ৩০১-৪০০ ইউনিট	৭.৩৪	
	পঞ্চম ধাপ ঃ ৪০১-৬০০ ইউনিট	১১.৫১	
	ষষ্ঠ ধাপ ঃ ৬০০ ইউনিটের উর্ধ্বে	১৩.২৬	
২	এলটি-বিঃ সেচ/কৃষিকাজে ব্যবহৃত পাম্প	৪.৮২	৩৫.০০
৩	এলটি-সি ১ঃ ক্ষুদ্র শিল্প		৪০.০০
	ফ্ল্যাট	৯.৮৮	
	অফ-পীক	৮.৮৮	
	পীক সময়ে	১১.৮৫	
৪	এলটি-সি ২ঃ নির্মাণ	১৩.৮৯	১০০.০০
৫	এলটি-ডি ১ঃ শিক্ষা, ধর্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতাল	৬.৯৭	৫০.০০
৬	এলটি-ডি ২ঃ রাস্তার বাতি, ও পানির পাম্প	৮.৯১	৭৫.০০
৭	এলটি-ইঃ ব্যাণিজ্যিক ও অফিস		৭৫.০০
	ফ্ল্যাট	১১.৯৩	
	অফ-পীক	১০.৭৩	
	পীক সময়ে	১৪.৩১	
৮	এলটি-ডিঃ ৩ঃ ব্যাটারী চার্জিং স্টেশন		৭৫.০০
	ফ্ল্যাট	৮.৮৪	
	অফ পীক	৭.৯৬	
	সুপার অফপীক	৭.০৮	
	পীক	১১.০৬	
৯	এলটি-টিঃ অস্থায়ী	১৮.৫২	১০০.০০

খ) মধ্যমচাপ (এমটি) ঃ ১১ কেভি ভোল্ট

অনুমোদিত লোড ঃ ৮০ কি.ও. এর অব্যবহিত উর্ধ্ব থেকে অনূর্ধ্ব ৫ মে.ও.

	গ্রাহক শ্রেণি	এনার্জি রেট/চার্জ (টাকা/কি.ও.ঘ.)	ডিমান্ড রেট/চার্জ (টাকা/কি.ও./মাস)
১	এমটি-১ঃ আবাসিক		৭৫.০০
	ফ্ল্যাট	৯.৭২	
	অফ-পীক	৮.৭৬	
	পীক	১২.১৬	
২	এমটি-২ঃ ব্যাণিজ্যিক ও অফিস		৭৫.০০
	ফ্ল্যাট	১০.৫৫	
	অফ-পীক	৯.৫০	
	পীক	১৩.২০	
৩	এমটি-৩ঃ শিল্প		৭৫.০০
	ফ্ল্যাট	৯.৯০	
	অফ-পীক	৮.৯১	
	পীক	১২.৩৭	
৪	এমটি-৪ঃ নির্মাণ		১০০.০০
	ফ্ল্যাট	১৩.২৬	
	অফ-পীক	১১.৯৪	
	পীক	১৬.৫৯	
৫	এমটি-৫ঃ সাধারণ		৭৫.০০
	ফ্ল্যাট	৯.৭৮	
	অফ-পীক	৮.৮১	
	পীক	১২.২২	
৬	এমটি-৬ঃ অস্থায়ী	১৭.৩৭	১০০.০০

বিবিধ চার্জ/ফি

বিদ্যুৎ সম্পর্কিত বিবিধ সেবার জন্য চার্জ/ফি

বিদ্যুৎ সম্পর্কিত বিবিধ সেবার বিবরণ		গ্রাহক শ্রেণি/প্রযোজ্যতা		ফি/চার্জ (টাকা)
১	নতুন সংযোগ এবং লোড পরিবর্তনের আবেদন ফি (প্রতিটি মিটারের জন্য)	এলটি	ক) এক ফেজ	১০০.০০
			খ) তিন ফেজ	৩০০.০০
		এমটি, এইচটি/ইএইচটি		১,০০০/২,০০০.০০
২	অস্থায়ী সংযোগের আবেদন ফি	এলটি	ক) এক ফেজ	২৫০.০০
			খ) তিন ফেজ	৫০০.০০
		এমটি		১,০০০.০০
৩	বকেয়ার কারণে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ (DC) চার্জ/বকেয়ার কারণে বিচ্ছিন্ন সংযোগ পুনঃসংযোগ চার্জ (RC)	এলটি	ক) এক ফেজ	৬০০.০০
			খ) তিন ফেজ	১,৬০০.০০
		এমটি, এইচটি/ইএইচটি		১০,০০০/২০,০০০.০০
৪	গ্রাহকের অনুরোধে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ চার্জ (DC)/ গ্রাহকের অনুরোধে বিচ্ছিন্ন সংযোগ পুনঃসংযোগ চার্জ (RC)	এলটি	ক) এক ফেজ	৪০০.০০
			খ) তিন ফেজ	৮০০.০০
		এমটি, এইচটি/ইএইচটি		২,০০০/৪,০০০.০০
৫	গ্রাহকের অনুরোধে মিটার পরীক্ষা চার্জ	এলটি	ক) এক ফেজ	২০০.০০
			খ) তিন ফেজ	৪০০.০০
			গ) এলটিসিটি	৬০০.০০
		এমটি, এইচটি/ইএইচটি		২,০০০/৪,০০০.০০
৬	গ্রাহকের অনুরোধে গ্রাহক আঙ্গিনায় মিটার পরিদর্শন চার্জ	এলটি	ক) এক ফেজ	১৫০.০০
			খ) তিন ফেজ	৩০০.০০
			গ) এলটিসিটি	৫০০.০০
		এমটি, এইচটি/ইএইচটি		১,০০০/২,০০০.০০

গ্রাহক জামানত

ক্রঃ নং	গ্রাহক শ্রেণি	অনুমোদিত লোড সীমা (কি. ও.)	জামানতের হার (টাকা/কি.ও.)
০১	এলটি এ এবং এলটি-বি	২ কি. ও. পর্যন্ত	৪০০.০০
০২	এলটি এ এবং এলটি-বি	২ কি. ও. এর উর্দ্ধে	৬০০.০০
০৩	এলটি-সি ১, এলটি-সি ২, এলটি-ডি ১, এলটি-ডি ২, এলটি-ডি ৩, এলটি-ই এবং এলটি-টি	সকল	৮০০.০০
০৪	এমটি, এইচটি এবং ইএইচটি	সকল	১,০০০.০০

উপায়, বিকাশ, রকেট, মাইক্যাশ, ও নগদের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করা যায়।

সমিতি বোর্ড পরিচালকগণের পরিচিতি

মোঃ আখতারুজ্জামান
সভাপতি ও এলাকা পরিচালক
এলাকা নং-০২

মোঃ জহুরুল ইসলাম
সহ-সভাপতি ও এলাকা পরিচালক
এলাকা নং-০৭

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
সচিব ও মনোনীত পরিচালক

মোসাঃ সুফিয়া খানম
কোষাধ্যক্ষ ও মহিলা পরিচালক

মোঃ মিজানুর রহমান
এলাকা পরিচালক
এলাকা নং-০১

মোঃ গোলাম মোস্তফা
এলাকা পরিচালক
এলাকা নং-০৪

মোঃ আসরাফুল আলম
মনোনীত পরিচালক

খোন্দকার মাহফুজ উল আলম
মনোনীত পরিচালক

মোছাঃ নাসরিন আকতার বানু
মহিলা পরিচালক

মোসাঃ জরিনা বেগম
মহিলা পরিচালক

সমিতির বর্তমান ব্যবস্থাপনা

রমেন্দ্র চন্দ্র রায়
জেনারেল ম্যানেজার

প্রকৌ. এম এ সাঈদ
ডিজিএম
সদর-কারিগরি

মোঃ তরিকুল ইসলাম
ডিজিএম
কাকনহাট জোনাল অফিস

মোঃ মেহেদী হাসান
ডিজিএম
মোহনপুর জোনাল অফিস

মোঃ মাহবুবুর রহমান
ডিজিএম
দূর্গাপুর জোনাল অফিস

মোঃ জহুরুল ইসলাম
ডিজিএম
তানোর জোনাল অফিস

প্রকৌ. মোঃ কামাল হোসেন
এজিএম (ওএন্ডএম)
তানোর জোনাল অফিস

মোঃ নাফিজ হোসেন
এজিএম
ইএন্ডসি

মোঃ শাব্বির পাঠান
এজিএম
অর্থ-হিসাব/রাজস্ব

মনজুরুল আলম সোহাগ
এজিএম
মানব-সম্পদ

মোঃ আব্দুল খালেক
এজিএম
প্রশাসন

মীর নূর মোহাম্মদ
এজিএম (ওএন্ডএম)
সদর-দপ্তর

মোঃ শরিফুল ইসলাম
এজিএম
এমএস

মোছাঃ শওকত আরা
এজিএম (ওএন্ডএম)
মোহনপুর জোনাল অফিস

মোঃ মাহমুদুল হাসান
এজিএম (ওএন্ডএম)
দূর্গাপুর জোনাল অফিস

দিব্যশ্রী দত্ত নিঝুম
এজিএম
আইটি

সুজন সাহা
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রাজশাহী জোন
বাপবিবো, রাজশাহী

মোঃ জুলফিকার আলী
নির্বাহী প্রকৌশলী (সিস্টেম অপারেশন ওয়ার্কশপ)
বাপবিবো, রাজশাহী

সৈয়দ নাফিউল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী (এসওডি)
বাপবিবো, রাজশাহী

এ.এস.এম শহীদুল ইসলাম
উপ-পরিচালক (কারিগরি), রাজশাহী জোন
বাপবিবো, রাজশাহী

মোসাঃ জান্নাতুন ফেরদৌস
সহকারী প্রকৌশলী (সিস্টেম অপারেশন ওয়ার্কশপ)
বাপবিবো, রাজশাহী

মোঃ মুফরাত শাহরিয়ার
সহকারী প্রকৌশলী (এসওডি)
বাপবিবো, রাজশাহী

মোঃ ইউসুফ চৌধুরী
সহকারী প্রকৌশলী (এসওডি)
বাপবিবো, রাজশাহী

গ্রাফ চিত্রে সমিতির কার্যক্রম

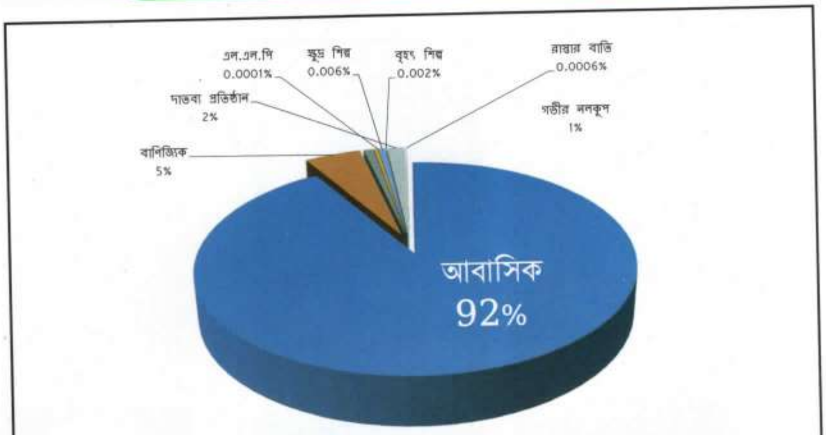

রাজশাহী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির গ্রাহক মিশ্রণ

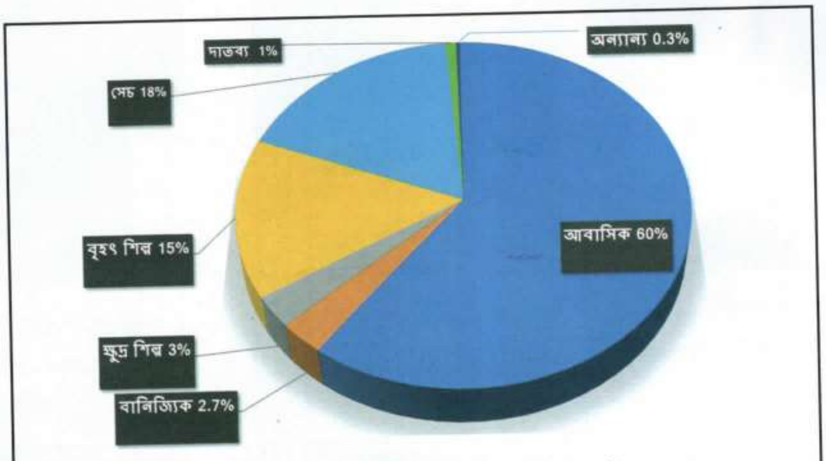

রাজশাহী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির শ্রেণিভিত্তিক বিদ্যুৎ ব্যবহার

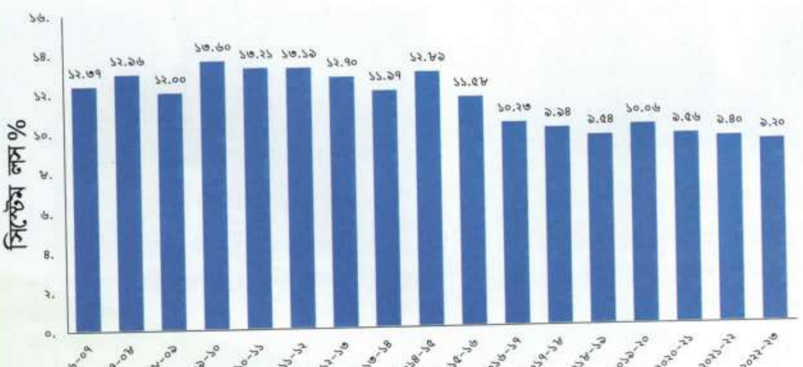

অর্থ-বছর ভিত্তিক সিস্টেম লস

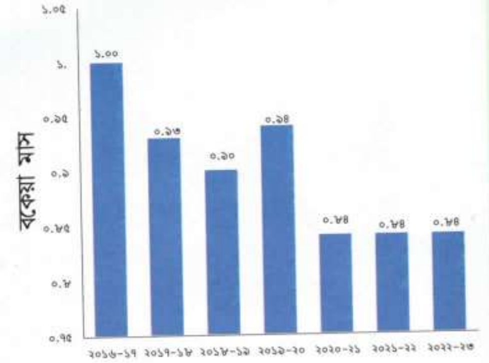

অর্থ-বছর ভিত্তিক বকেয়া মাস

রাজশাহী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

নিরাপদ বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য কতিপয় পরামর্শ ও সতর্কবাণী

শেখ হাসিনার উদ্যোগ
ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

১. বিদ্যুৎ পরিবাহী তার, খুঁটি অথবা টানা তারে কখনো হাত দিবেন না। এতে যে কোন সময় বিপদ হতে পারে।
২. বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের উপর কৌতুহল বশতঃ কখনো কাঁচা পাট গাছ, আখ অথবা তৎজাতীয় কোন কিছু ছুঁড়ে মারবেন না। কারণ এতে যে কোন ধরণের বৈদ্যুতিক দূর্ঘটনায় আপনার মারাত্মাক ক্ষতি হতে পারে।
৩. ছোট ছেলে-মেয়েদের কখনো সুইচ, সকেট, হোল্ডার অথবা বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতে হাত দিতে দিবেন না।
৪. ভেজা হাতে অথবা খালি পায়ে কখনো সুইচে হাত দিবেন না। সকেটের ভিতর কোন তার বা কোন পরিবাহী পদার্থ ঢুকাবেন না।
৫. সুইচ অন করা অবস্থায় কখনো হোল্ডারে বাল্ব লাগানোর বা খোলার চেষ্টা করবেন না।
৬. সকেট থেকে প্লাগ বিচ্ছিন্ন করণের সময় তার ধরে টানবেন না। বরং প্লাগের দুই পার্শ্বে চেপে ধরে আস্তে আলাদা করুন।
৭. মেইন সুইচের ফিউজ জ্বলে গেলে সুইচ অফ করে সঠিক সাইজের ফিউজ লাগান, এতে ক্রুটি মুক্ত না হলে প্রশিক্ষিত ইলেকট্রিশিয়ানের সাহায্য নিন।
৮. কোন ব্যক্তি বা অন্য জীবন্ত প্রাণী বৈদ্যুতিক তারে জড়িয়ে গেলে তকে স্পর্শ না করে প্রথমে শুকানো কাঠ/শুকানো বাঁশ দিয়ে উদ্ধার করুন।
৯. বিদ্যুৎ পরিবাহী তার বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দেখার সাথে সাথে সমিতিতে খবর দিন এবং সমিতির লোক না পৌছা পর্যন্ত পাহারার ব্যবস্থা করুন যাতে কেউ বিচ্ছিন্ন তার স্পর্শ করতে না পারে।
১০. বৈদ্যুতিক খুঁটি অথবা টানা তার সংলগ্ন মাটি কেঁটে উঠাবেন না। তাতে খুঁটি হেলে পড়ে দূর্ঘটনা ঘটতে পারে।
১১. বৈদ্যুতিক বিতরণ লাইনের পার্শ্ববর্তী গাছ-পালা যাতে বৈদ্যুতিক তার স্পর্শ না করে সেদিকে খেয়াল রাখুন এবং স্পর্শ করার আগেই সমিতিতে অবহিত করুন।
১২. বৈদ্যুতিক খুঁটি অথবা টানা তারে গরু, ছাগল বা কোন গৃহপালিত পশু বাঁধবেন না।
১৩. বৈদ্যুতিক লাইনের পার্শ্ববর্তী গাছ-পালা কাটার সময় যদি তারের উপর পড়ার সম্ভবনা থাকে তাহলে গাছ-পালা লাগাবেন না।
১৪. বিদ্যুৎ বিতরণ লাইনের পার্শ্বে কখনো ঘুড়ি উড়াবেন না বা কাউকে উড়াতে দেবেন না।
১৫. কোন অবস্থাতেই ঝুলন্ত, ফ্ল্যাক্সিবল বা নিম্নমানের তার দ্বারা বিদ্যুৎ ব্যবহার করবেন না, তাতে আপনার বিপদ ঘটতে পারে।
১৬. আপনার সংযোগ হতে কোন প্রকার পার্শ্ব সংযোগ দ্বারা অন্যকে বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাহায্য করার চেষ্টা করবেন না।
১৭. সমিতি কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করে আপনার সংযোগে অতিরিক্ত লোড সংযোজন করবেন না।
১৮. বিদ্যুতের অপচয় রোধে সর্বদা সজাগ থাকুন এবং অবৈধভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার প্রতিহত করুন।
১৯. রাতে বিদ্যুৎ চলে গেলে সাথে সাথে সমিতিতে অবহিত করুন, এতে বিদ্যুতের তার চুরি এড়ানো সম্ভব হবে।

পবিসের সম্মানিত গ্রাহক সদস্যদের সাথে নিরাপদ বিদ্যুৎ ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ সভার আলোকচিত্র।

গ্রাহক সদস্যদের জ্ঞাতার্থে জরুরী বিজ্ঞপ্তি

বিদ্যুৎ লাইনের পার্শ্বের গাছের ডালপালা (রাইট অব ওয়ে) কাটার নিয়মাবলীঃ

বিদ্যুৎ লাইনের উভয় পার্শ্বে ন্যূনতম ১০ ফুট দূরত্বে কোন গাছ কিংবা গাছের ডালপালা রাখা যাবে না।

লাইনের পাশে গাছ থাকার কুফলঃ

- বিদ্যুৎ লাইনের উপর গাছপালা পড়ে তার ছিড়ে যায় এবং ঘর বাড়ীর উপর পড়লে দূর্ঘটনা ঘটে।
- আগুন ধরে ঘর-বাড়ী পুড়ে যায় এবং জান-মালের ক্ষতি হয়।
- বিদ্যুৎ লাইনের সাথে গাছপালা থাকলে গাছের সংস্পর্শে মানুষ, গরু, ছাগল মারা যায়।
- গাছের ডালপালার কারণে তার ছিড়ে পুকুরে পড়লে মাছ মারা যায়।
- নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নিত হয়।
- বিদ্যুৎ বিভ্রাট হয়ে যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়। এরূপ ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত খরচ বেড়ে যায়।
- গ্রাহক প্রান্তে লো-ভোল্টেজ দেখা দেওয়ায় যন্ত্রপাতির কার্যক্ষমতা কমে যায়।

লাইনের পাশে গাছ না থাকার সুফলঃ

- নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত হয়।
- অভিযোগ সংখ্যা হ্রাস পায়।
- দূর্ঘটনা হ্রাস পায়।
- আপনার মূল্যবান যন্ত্রপাতি ও সম্পদ রক্ষা পায়।
- সেবার মান উন্নত হয়।
- জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।

সর্বোপরি, নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের স্বার্থে বিদ্যুৎ লাইনের নীচে ও লাইনের আশে পাশে গাছ লাগানো থেকে বিরত থাকুন এবং জান ও মালের নিরাপত্তা বজায় রাখুন। নিরাপত্তার স্বার্থে গাছের ডালপালা কাটতে সহোযোগিতা করুন।

ট্রান্সফরমার চুরি রোধকল্পে করণীয়

ট্রান্সফরমারের মাধ্যমে উচ্চ ভোল্টেজকে নিম্ন ভোল্টেজে রূপান্তর করে লাইন থেকে গ্রাহক প্রান্তে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। গ্রাহক প্রান্তে বিদ্যুৎ পৌঁছানোর জন্য ট্রান্সফরমারের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মূলত ট্রান্সফরমার ছাড়া বিদ্যুৎ বিতরণ সম্ভব নয়। তবে সময়ে সময়ে লাইন থেকে ট্রান্সফরমার চুরি হলে গ্রাহকগণকে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

ট্রান্সফরমার চুরির কুফলঃ

- পুনরায় ট্রান্সফরমার প্রতিস্থাপন না করা পর্যন্ত গ্রাহক বিদ্যুৎবিহীন থাকেন।
- গ্রাহককে ট্রান্সফরমার মেরামত বাবদ অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করতে হয়।
- কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রাহককে ট্রান্সফরমার ক্রয়পূর্বক জমা প্রদান করতে হয়।
- গ্রাহক হয়রানী বৃদ্ধি পায়।
- জাতীয় সম্পদ অপচয় হয়।

ট্রান্সফরমার চুরি রোধকল্পে করণীয়ঃ

- ট্রান্সফরমারের ঢাকনা ওয়েল্ডিং করা/শিকল তালা চাবি দ্বারা আবদ্ধ করা যাতে কেউ সহজে ট্রান্সফরমারের ঢাকনা খুলতে না পারে।
- পাহারার ব্যবস্থা করা।
- সন্দেহভাজনদের গতিবিধির ব্যাপারে সচেতন হওয়া। প্রয়োজনে সমিতি অফিস/থানায় অবহিত করা।
- সেচ মৌসুম শেষে ট্রান্সফরমার নামিয়ে রাখা। এ ব্যাপারে সমিতি অফিসে যোগাযোগ করা।
- পুলিশিং কার্যক্রমে সার্বিক সহায়তা করা।

সর্বোপরি, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের স্বার্থে লাইনে স্থাপিত ট্রান্সফরমার যাতে চুরি না হয় সে বিষয়ে সচেতন থাকা। আপনার সচেতনতা ট্রান্সফরমার চুরি রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমে আপনার সহোযোগিতা একান্ত কাম্য।

রাজশাহী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

শেখ হাসিনার উদ্যোগ
ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

সেচ ও শিল্প সংযোগে ক্যাপাসিটর ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা

বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থায় ইন্ডাকটিভ লোড বেড়ে গেলে পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান কমে যায়। পাওয়ার ফ্যাক্টর কম হলে সার্কিট দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুতের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ফলে বৈদ্যুতিক শক্তি অপচয় বেশি হয়। ইন্ডাকটিভ লোড তথা সেচ ও শিল্প সংযোগের বৈদ্যুতিক মটরের পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান ক্যাপাসিটর ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নত করা যায়। এ কারণে সেচ ও শিল্প সংযোগের ক্ষেত্রে ক্যাপাসিটর ব্যবহার করা অত্যাবশ্যক। ক্যাপাসিটর ব্যবহার না করার কুফল ও ক্যাপাসিটর ব্যবহার সুফল নিম্নে বর্ণনা করা হল।

ক্যাপাসিটর ব্যবহার না করার কুফলঃ

০১. সরবরাহকারীর জেনারেটর, উপকেন্দ্রের ট্রান্সফরমার ইত্যাদি এবং গ্রাহকের সার্কিটে বিভিন্ন পরিবাহক ও মেশিনের শক্তি অপচয় বৃদ্ধি পায়, কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়, সার্কিটে ওভার লোড ঘটায়।

০২. নিম্নমান বা অবনতিশীল পাওয়ার ফ্যাক্টরের ফলে বৈদ্যুতিক মটর, জেনারেটর ইত্যাদি যন্ত্রপাতির আয়ুষ্কাল হ্রাস পায়। বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি আবিষ্ট শক্তি বা ইন্ডাকটিভ পাওয়ার নির্ভরযোগ্য সরবরাহ ব্যবস্থার ব্যাঘাত ঘটিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ বৃদ্ধি করে। যাহার ফলে সিস্টেম লস বিদ্যুৎ প্রবাহের বর্গানুপাতে বৃদ্ধি পায়।

০৩. অবনতিশীল পাওয়ার ফ্যাক্টরের ক্ষেত্রে একই পরিমাণ লোড ব্যবহার করে পবিস এর সিস্টেম লস বৃদ্ধি পায়। গ্রাহককে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল প্রদান করতে হয়।

ক্যাপাসিটর ব্যবহার করার সুফলঃ

০১. তড়িৎ পরিবাহী তারের পরিবহন ক্ষমতা এবং ভোল্টেজ ড্রপ কম হবে।

০২. ভোল্টেজ ড্রপ কম হওয়ার ফলে বৈদ্যুতিক মোটর নির্বিঘ্নে কাজ করবে। মোটর অতিরিক্ত গরম না হবার ফলে আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পাবে।

০৩. সিস্টেম লস হ্রাস পাবে। মোটর এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতির বিদ্যুৎ অপচয় হ্রাস পাবে, ফলে বিদ্যুৎ শক্তি (কিঃওঃআঃ) খরচ কম হবে এবং বিদ্যুৎ বিল কম হবে।

০৪. বৃহৎ শিল্প কারখানার (প্রাইমারী মিটারিং) ক্ষেত্রে ট্রান্সফরমার লস আনুমানিক ২% হ্রাস পাবে।

বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী কতিপয় পরামর্শ

- বিদ্যুৎ একটি অতি প্রয়োজনীয় মূল্যবান জাতীয় সম্পদ। এ সম্পদের সুষ্ঠ ও পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিত করুন, বিদ্যুৎ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হোন।
- লোডশেডিং মুক্ত রাখতে পিক আওয়ারে (বিকাল ৫টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত) সেচ ও শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখুন।
- পিক আওয়ারে হিটার, ইস্ত্রি, রাইস কুকার, ওয়েল্ডিং মেশিন বন্ধ রাখুন।
- অনুমোদিত লোড অনুযায়ী বিদ্যুৎ ব্যবহার করুন।
- বিভিন্ন এলাকায় মার্কেট ও শিল্প কারখানায় ভিন্ন ভিন্ন দিন ছুটির ব্যবস্থা করুন।
- আলোকসজ্জা পরিহার করুন।
- বিদ্যুৎ খরচ কমাতে আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ করুন, এনার্জি সেভিং লাইট ও ইন্টেলিজেন্ট মোটর কন্ট্রোল ব্যবহার করুন।
- রাত ১১ টা হতে পরের দিন সকাল ৭ টাক পর্যন্ত সেচ পাম্পে বিদ্যুৎ ব্যবহার করুন। এতে সঠিক ভোল্টেজ সরবরাহ পাবেন এবং আপনার সেচ পাম্প নিরাপদ থকবে।
- অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের প্রতিহত করুন এবং তাদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলুন।
- পার্শ্ব সংযোগ থেকে বিরত থাকুন।

সমিতির বিদ্যুৎ বিল সংগ্রহকারী ব্যাংক সমূহের নাম

ক্রঃ নং	ব্যাংকের নাম	শাখার নাম	উপজেলা
১	অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড	নওহাটা	পবা
২	অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড	রায়ঘাটি	মোহনপুর
৩	অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড কখনো	হারিয়ান	পবা
৪	ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড	রাজশাহী	রাজশাহী সদর
৫	এক্সিম ব্যাংক	রাজশাহী	রাজশাহী সদর
৬	এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড	রাজশাহী	রাজশাহী সদর
৭	এবি ব্যাংক লিমিটেড	রাজশাহী	রাজশাহী সদর
৮	ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড	তানোর	তানোর
৯	গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	মুন্ডুমালা	তানোর
১০	জনতা ব্যাংক লিমিটেড	কাকানহাট	গোদাগাড়ী
১১	জনতা ব্যাংক লিমিটেড	তানোর	তানোর
১২	জনতা ব্যাংক লিমিটেড	দামকুরাহাট	পবা
১৩	জনতা ব্যাংক লিমিটেড	নওহাটা	পবা
১৪	জনতা ব্যাংক লিমিটেড	বাসুদেবপুর	গোদাগাড়ী
১৫	জনতা ব্যাংক লিমিটেড	মোহনপুর	মোহনপুর
১৬	জনতা ব্যাংক লিমিটেড	রাজাবাড়ীহাট	গোদাগাড়ী
১৭	ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড	গোদাগাড়ী	গোদাগাড়ী
১৮	ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড	রাজশাহী	রাজশাহী সদর
১৯	প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড	রাজশাহী	রাজশাহী সদর
২০	বেসিক ব্যাংক লিমিটেড	রাজশাহী	রাজশাহী সদর
২১	ব্যাংক এশিয়া	রাজশাহী	রাজশাহী সদর
২২	মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড	রাজশাহী	রাজশাহী সদর
২৩	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	কাকনহাট	গোদাগাড়ী
২৪	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	কামারগাঁও	গোদাগাড়ী
২৫	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	কালীগঞ্জহাট	তানোর
২৬	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	খড়খড়ি	পবা
২৭	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	গোদাগাড়ী	গোদাগাড়ী
২৮	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	দাউকান্দি	দূর্গাপুর
২৯	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	দূর্গাপুর	দূর্গাপুর
৩০	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	পাঁচন্দর	তানোর
৩১	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	বড়গাছি	পবা
৩২	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	মৌগাছি	মোহনপুর
৩৩	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	রাজাবাড়ী	গোদাগাড়ী
৩৪	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	হুজুরিপাড়া	পবা
৩৫	রূপালী ব্যাংক লিমিটেড	কাকানহাট	গোদাগাড়ী
৩৬	সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	হাটকানপাড়া সাব ব্রাঞ্চ	দূর্গাপুর

রাজশাহী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

শেখ হাসিনার উদ্যোগ
ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

ইলেকট্রিসিটি এ্যাক্ট ১৯১০ সংশোধিত-২০১৮

বিদ্যুৎ/বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম চুরি/ধ্বংস/ক্ষতিসাধন এর কারণে ইলেকট্রিসিটি এ্যাক্ট এর বিধান অনুযায়ী শাস্তি/জরিমানার বিবরণ:

ধারা এবং দণ্ডের বিবরণ	অপরাধের বিবরণ	শাস্তি/জরিমানা
ধারা-৩২(১) বিদ্যুৎ চুরির দণ্ড।	কোন ব্যক্তি বাসগৃহ বা কোন স্থানে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ চুরি করিলে।	অনধিক ৩ বৎসর কারাদণ্ড অথবা চুরিকৃত বিদ্যুতের মূল্যের দ্বিগুণ অথবা ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।
ধারা-৩২ (২) বিদ্যুৎ চুরির দণ্ড ।	কোন ব্যক্তি শিল্প ও বাণিজ্যিক ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ চুরি করিলে।	অনধিক ৩ বৎসর কারাদণ্ড অথবা চুরিকৃত বিদ্যুতের মূল্যের দ্বিগুণ অথবা ৫ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।
ধারা-৩৪ বিদ্যুৎ অপচয় করিবার দণ্ড ।	কোন ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ অপচয় করিলে বা বিদ্যুতের সরবরাহ ঘুরাইয়া দিলে অথবা বিদ্যুতের সরবরাহ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে কোন বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন বা পূর্তকর্ম কাটিয়া দিলে বা ক্ষতিগ্রস্থ করিলে।	অন্যূন ১ বৎসর এবং অনধিক ৩ বৎসর কারাদণ্ড বা ৫ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।
ধারা-৩৫ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি চুরি অপসারণ বা বিনষ্ট করিবার দণ্ড ।	কোন ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্র বা উপকেন্দ্র বা স্থাপনার কোন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি অথবা বিদ্যুৎ লাইন সামগ্রী, যেমন-পোল, টাওয়ারের অংশ বিশেষ, কন্ডাক্টর, ট্রান্সফরমার, বৈদ্যুতিক তার ইত্যাদি চুরি, অপসারণ, বিনষ্ট বা ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতি সাধন করিলে।	অন্যূন ২ বৎসর এবং অনধিক ৫ বৎসর কারাদণ্ড এবং অন্যূন ৫০ হাজার এবং অনধিক ৫ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।
ধারা-৩৬ চুরিকৃত মালামাল দখলে রাখিবার দণ্ড।	কোন ব্যক্তি ধারা-৩৫-এ উল্লিখিত যন্ত্রপাতি বা বিদ্যুৎ লাইন সামগ্রী চুরি হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকা সত্ত্বেও উক্ত চুরিকৃত মালামাল নিজ দখলে রাখিলে।	অনধিক ২ বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।
ধারা-৩৮ (খ) মিটার, পূর্তকর্মে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি এবং বিদ্যুতের অননুমোদিত ব্যবহারের দণ্ড।	লাইসেন্সির লিখিত অনুমতি ব্যতীত মিটার হইতে অন্য কোন ব্যক্তিকে পার্শ্বসংযোগ প্রদান করিলে।	অনধিক ৩ বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ৫ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।
ধারা-৩৮ (গ) মিটার, পূর্তকর্মে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি এবং বিদ্যুতের অননুমোদিত ব্যবহারের দণ্ড ।	মিটারের ক্ষতি সাধন করিলে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে বা প্রতারণামূলকভাবে মিটারের ইনডেক্স পরিবর্তন করিলে অথবা উহাদের যথাযথ রেজিস্টারে বাঁধার সৃষ্টি করিলে।	অনধিক ৩ বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ৫ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।
ধারা-৩৯ (১) বিদ্যুৎ স্থাপনা অনিষ্ট সাধনের দণ্ড ।	কোন ব্যক্তি বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র, বিদ্যুৎ লাইন, খুঁটি বা অন্যবিধ যন্ত্রপাতি নাশকতার মাধ্যমে ভাঙ্গিয়া ফেলিলে বা ক্ষতিগ্রস্থ করিলে বা বিদ্যুৎ সরবরাহ বাঁধাগ্রস্থ করিবার উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন বা যন্ত্রের উপর কোন বস্তু নিক্ষেপ করিলে বা রাখিলে।	অন্যূন ৭ বৎসর এবং অনধিক ১০ বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ১০ কোটি টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।
ধারা-৩৯ (২) বিদ্যুৎ স্থাপনা অনিষ্ট সাধনের দণ্ড ।	কোন ব্যক্তি লাইসেন্সির অনুমতি ব্যকিরেকে বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র, বিদ্যুৎ লাইন, খুঁটি বা অন্যবিধ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিলে।	অনধিক ১ বৎসর কারাদণ্ড অথবা ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন, অন্যকে ব্যবহারের সুযোগ দিন।

দাপ্তরিক মোবাইল নম্বর সমূহ

ক্রঃ নং	দপ্তরের নাম	মোবাইল নম্বর
১.	সদর দপ্তর অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০১৭৬৪
২.	দারুশা অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০৭৬৬৯
৩.	খড়খড়ি অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৫৫৬০৫৯৫৯
৪.	দূর্গাপুর জোনাল অফিস অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০১৭৬৫
৫.	আলিপুর অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৫৫৬০৫৯৬০
৬.	কানপাড়া অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০২২২৭
৭.	মোহনপুর জোনাল অফিস অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০১৭৬৬
৮.	ধোপাঘাটা অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০১৭৬৭
৯.	কেশরহাট অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০২২২৯
১০.	তানোর জোনাল অফিস অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০১৭৬৮
১১.	কলমা অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০১৭৭০
১২.	কালিগঞ্জ অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০১৭৬৯
১৩.	মুণ্ডুমালা অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০২০৮১
১৪.	কামারগাঁও অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭০৪১০৮৮৩০
১৫.	কাকনহাট জোনাল অফিস অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০১৭৭১
১৬.	আইহাই অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০১৭৭২
১৭.	পালপুর অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০১৭৭৪
১৮.	জৈটাবটতলা অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭০৪১০৬৭২৯
১৯.	গোদাগাড়ী অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০১৭৭৩

মুদ্রণ: অগ্রণী অফসেট প্রিন্টার্স রাজশাহী। ০১৭